UNICORN
COMPUTER & PRINTER REPAIRING
যত্ন সহকারে সামনে বসে কাজ করা হয় কার্টিজ রিফিল করা হয়।
Mob. : 9734300733
অফিস ঃ কোর্ট রোড, লোটাস মার্কেট, বনগাঁ, উঃ ২৪ পরঃ

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 08 ❑ Issue 03 ❑ 04 Apr., 2024 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
অলঙ্কার
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

তৃণমূলের একজনকেও নাগরিকত্ব দেব না ঃ শান্তনু

প্রতিনিধি ঃ তৃণমূলের একজনকেও নাগরিকত্ব দেব না বলে হুঁশিয়ারি দিলেন বনগাঁর বিদায়ী বিজেপি সাংসদ শান্তনু ঠাকুর। পাল্টা তৃণমূল তাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দাবি করেছেন, শান্তনু ঠাকুরের ক্ষমতা থাকলে একটি লোককে নাগরিকত্ব দিয়ে দেখাক। শান্তনু ঠাকুরের ওই মন্তব্যের একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। বিজেপির নেতৃত্ব জানিয়েছে, দিন কয়েক আগে গাইঘাটার পাঁচপোতায় বিজেপির একটি পথসভায় শান্তনু ঠাকুর ওই মন্তব্য করেছেন। ওই ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে কটূক্তি করে শান্তনু ঠাকুর বলছেন, তৃণমূলের একটি লোককেও নাগরিকত্ব দেবো না, তারপর দেখাবো খ্যামটা নাচ কাকে বলে! মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওদের নাগরিকত্ব দিক।

একজন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী হয়ে

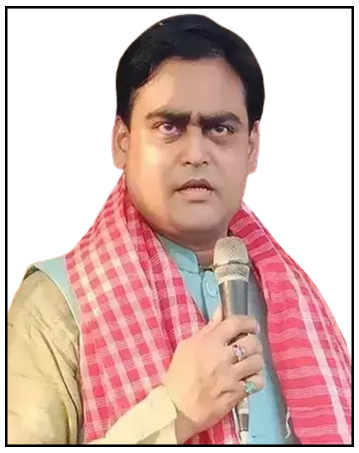

এরকম দল বেছে নাগরিকত্ব দেওয়া কথা বলা যায় কিনা সেই মন্তব্য নিয়ে চারিদিকে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। শান্তনু ঠাকুর অবশ্য নিজের অবস্থানে অনড়। বৃহস্পতিবার বাগদায় তিনি বলেন, সেদিন যা বলেছিলাম, একদম সঠিক কথা বলেছিলাম। তৃণমূল দল হিসেবেই নাগরিকত্বের বিরোধিতা করেছে, তারা সমর্থন করেনা। তাহলে ওদের নাগরিকত্ব দেবো কেন।

এ বিষয়ে তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ তথা অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহা সংঘের সংজ্ঞাধিপতি মমতা ঠাকুর বলেন, 'তৃণমূলের লোকজনকে শান্তনু ঠাকুরের নাগরিকত্ব দেওয়ার প্রয়োজন নেই। ও বিজেপির একটি লোককে আগে নাগরিকত্ব দিয়ে দেখাক। সিএএ সম্পূর্ণ ভাওতাবাজি। সিএএ আইনে নাগরিকত্ব দেওয়ার জায়গা নেই। নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার জায়গা আছে।'

ব্যবসায়ির বাড়িতে ইডির হানা

প্রতিনিধি ঃ রেশন দুর্নীতি মামলায় ধৃত বনগাঁর প্রাক্তন চেয়ারম্যান শংকর আঢ্যর ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী বাবুল ওরফে বাবলু দাসকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে সিজিও কমপ্লেক্সে হাজির হওয়ার নোটিশ দিল ইডি।

সোমবার দুপুরে ব্যবসায়ী বাবুলের বনগাঁ থানার যশোর রোড সংলগ্ন জয়পুরের বাড়িতে পৌঁছে যান ইডির এক আধিকারিক। সঙ্গে ছিল আধাসামরিক বাহিনীর জওয়ানেরা। এদিন বাবুল বাড়িতে না থাকলেও তার মায়ের হাতে ছেলের হাজিরার নোটিশ ধরান ওই আধিকারিক। প্রায় আধা ঘন্টা ওই বাড়িতে থাকেন আধিকারিক।

নোটিশে লেখা রয়েছে 'প্রিভেনশন অব মানি লন্ডারিং মামলায় ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সিজিও কমপ্লেক্সে ব্যবসায়ী বাবলু দাসকে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের তরফে।' বাবুলের মা জানিয়েছেন, ছেলে বাড়িতে নেই।

তৃতীয় পাতায়...

ঘরে ফিরল পরিযায়ি শ্রমিকের কফিনবন্দি দেহ

প্রতিনিধি ঃ গ্রামে কাজ নেই, সংসারে অভাব। দুই ছেলের লেখা পড়া করাতে হবে। তাই ভিনদেশে কাজে গিয়ে অসুস্থ হয়ে ফের মৃত্যু হল এক পরিযায়ি শ্রমিকের। মালয়েশিয়ায় কাজে গিয়ে বনগাঁর মৃত শ্রমিক কৃষ্ণপদ হালদারের কফিনবন্দি দেহ রবিবার ফিরল তাঁর গ্রাম ট্যাংরার বসত বাড়িতে। মৃতদেহ গ্রামে পৌঁছাতেই কান্নায় ভেঙে পড়ল গোটা গ্রাম।

পরিবার ও স্থানীয়রা জানিয়েছে, বছর ৪৩ এর কৃষ্ণপদ স্ত্রী ও দুই ছেলেকে নিয়ে সংসার চালাতে হিমশিম খেত। টিনের চাল দেওয়া মাটির ঘরে থাকতেন তারা। বেশ কিছু টাকাও দেনা হয় বাজারে।

চতুর্থ পাতায়...

মেলা বন্ধ করার চক্রান্ত করছে মুখ্যমন্ত্রী, দাবি শান্তনু ঠাকুরের, পাল্টা মমতা ঠাকুর

প্রতিনিধি ঃ দিন কয়েক পরেই শুরু হচ্ছে মতুয়া মহাধর্ম মেলা। গাইঘাটার ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়িতে ওই মেলা শুরু হবে। তার আগে মঙ্গলবার নিজের বাড়িতে সাংবাদিক বৈঠক করে বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন বনগাঁর বিজেপি সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। তিনি এদিন দাবি করে বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪৪ ধারা জারি করে মেলা বন্ধ করার চক্রান্ত করছেন, এমনকি মেলাতে বিদ্যুৎ দপ্তরের অনুমুতি পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। শান্তনুবাবু এ দিন আরও দাবি করেন, তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা মেলায় যাঁরা দেকানপাট দিয়েছে তাঁদের হুমকি দিচ্ছে। বিজেপির কার্যকর্তাদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এমনকি তাঁকেও হুমকি দেওয়া হচ্ছে। তাঁর উপর হামলা করা হচ্ছে। শান্তনুর অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসঙ্ঘের সঙ্ঘাধিপতি তথা তৃণমূলের রাজ্য সভার সাংসদ মমতা ঠাকুর বলেন," মতুয়া ধর্ম মহামেলায় দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম্য বন্ধ করতে তিনি ১৪৪ ধারা জারি করার আবেদন করেছেন বনগাঁ থানায়। এই ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রীকে টেনে আনা হবে কেন?' মমতা দেবীর কথায়, নাগরিকত্ব নিয়ে শান্তনু ও বিজেপি নেতারা মতুয়াদের ভাঁওতা দিয়েছেন, তা তাঁরা ধরে ফেলেছেন। তাঁরা পিছন থেকে সরে গিয়েছেন। তাই ভোটের আগে কুৎসা করছে শান্তনু। লোকসভা ভোটের আগে মতুয়া মহামেলা নিয়ে বিজেপি তৃণমূলের মধ্যে রাজনৈতিক তর্জা শুরু হয়েছে।

মুখোমুখি সংঘর্ষ, মৃত ২, আহত ২

জয় চক্রবর্তী ঃ ইঞ্জিনভ্যান চালিয়ে বাড়ি ফেরার পথে উল্টো দিক থেকে আসা বাইকের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল ইঞ্জিনভ্যান চালক ও এক বাইক চালকের। গুরুতর আহত বাইকে থাকা দুই বাইক আরোহী। বুধবার রাত ১১টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে বনগাঁ থানার বনগাঁ বাগদা সড়কের কাকলেমারি ব্রিজ এলাকায়। মৃত ভ্যানচালকের নাম তরণী সেন। বাড়ি গোপালনগর থানার চালকি এলাকায়। মৃত বাইক চালকের নাম অর্ক রায় (২১)। বাড়ি বনগাঁ থানার গাঁড়াপোতার পাগলতলা এলাকায়। গুরুতর আহত দুই যুবকের নাম মুস্তাকিন মন্ডল ও প্রসেনজিৎ মন্ডল। একই এলাকার বাসিন্দা তারা।স্থানীয়রা জানিয়েছেন, বিকট শব্দ শুনে ঘুম থেকে উঠে রাস্তায় এসে তাঁরা দেখেন, কয়েক জন রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে। পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ তাদের উদ্ধার করে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে আনলে চিকিৎসক দুজনকে মৃত বলে ঘোষণা করে। ইঞ্জিনভ্যান চালকের পরিবারের এক সদস্য জানিয়েছেন, 'বাগদায় একটি মেলায় দোকান দিয়েছিল তরণী। রাতে মেলা শেষ করে বাড়ি ফিরছিল। তার পেছনে আরো দুজন সহকর্মী অন্য ইঞ্জিনভ্যানে আসছিলেন। সহকর্মী বিষ্ণু দাস বলেন, 'দাদা কাকলেমারী ব্রিজ এলাকায় ইঞ্জিনভ্যান নিয়ে রাস্তার বাঁদিকে দাঁড়িয়েছিল। বাইকটি বনগাঁর দিক থেকে এসে সজোরে তাঁর ইঞ্জিনভ্যানে ধাক্কা মারে।

কতবার প্রচার শুরু করবেন স্বপন, প্রশ্ন তৃণমূলের

প্রতিনিধি ঃ বারাসাতের বিজেপি প্রার্থী হিসেবে দিন কয়েক আগেই বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পক্ষ থেকে বনগাঁ দক্ষিণ কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক স্বপন মজুমদারের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। তারপর থেকেই স্বপন বাবু ভোটের প্রচার শুরু করেছেন। ইতিমধ্যে হাবরা অশোকনগর বারাসাত দেগঙ্গায় প্রাথমিক প্রচার পর্ব সেরে ফেলেছেন। বুধবার স্বপন বাবু গিয়েছিলেন ঠাকুরনগরের মতুয়া ঠাকুরবাড়িতে। সেখানে তিনি হরিচাঁদ গুরুচাঁদ ঠাকুরের মন্দিরে পুজো দিয়ে আশীর্বাদ নেন। বৈঠক করেন বনগাঁর বিজেপি প্রার্থী তথা বিদায়ী কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের সঙ্গে। তাদের সঙ্গে ছিলেন বনগাঁ উত্তর কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক অশোক কীর্তনীয়া। তিন জনের মধ্যে সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে আলোচনা হয়। বৈঠক শেষে স্বপন বাবু বলেন হরিচাঁদ গুরুচাঁদ ঠাকুর আমাদের আরাধ্য দেবতা । কোন শুভ কাজ শুরুর আগে মন্দিরে পুজো দিয়ে ঠাকুরের আশীর্বাদ নিয়ে শুরু করি আমরা। সে কারণেই আজ মন্দিরে পুজো দিয়ে বিশেষভাবে প্রচার শুরু করলাম। তার হয়ে বারাসাত কেন্দ্রে শান্তনু ঠাকুরও প্রচার করবেন বলে জানিয়েছেন স্বপন। কিন্তু প্রচার শুরু হওয়ার পরও এদিন বিশেষ প্রচারের সূচনা করাকে কটাক্ষ করেছে তৃণমূল।

তৃণমূলের বক্তব্য, পরাজয়ের আশঙ্কায় স্বপন বাবুর মাথা কাজ করছে না।

তৃতীয় পাতায়...

ঋতু মেঘা হোটেল এবং রেস্টুরেন্ট
আবাসিক।। শীততাপ (AC) নিয়ন্ত্রিত।
এখানে চাইনিজ ফুড সহ বিভিন্ন খাবারের ব্যবস্থা রয়েছে।
২৪ ঘন্টাই খোলা

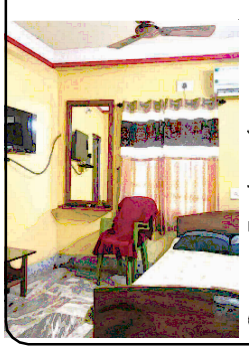

চাঁদপাড়া দেবীপুরস্থিত যশোর রোড সংলগ্ন কৃষি মান্ডির পাশে।
চাঁদপাড়া, গাইঘাটা, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।
Shifting Time সকাল ১০টা থেকে পরের দিন সকাল ১০টা।
যোগাযোগ: 9332224120, 6295316907, 8158065679

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৮ ❐ সংখ্যা ০৩ ❐ ০৪ এপ্রিল, ২০২৪ ❐ বৃহস্পতিবার

অশ্লীল নয়, শব্দ প্রয়োগ হোক সুসংহত

উচ্চনাদে সুললিত, সুমধুর ছন্দবদ্ধ ভাষা প্রয়োগই রাজনৈতিক বক্তাদের বিশেষত্ব। শিক্ষাগত যোগ্যতা যাই হোক না কেন, বক্তব্য-এর মাধুর্যমণ্ডিত ছন্দ, ভাষা প্রয়োগের কৌশল, সুনিপুন দক্ষতা যে কোন ভাষাবিদ্-ডক্টরেটদের অবলীলায় হার মানিয়ে দেয়। সাহিত্যে একটা কথা আছে— সাহিত্যে অশ্লীলতা বলে কিছু নেই। তবুও অনেক লেখক- নাট্যকার অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট বলে অভিহিত করা হয়। কিন্তু বক্তব্য-এর ক্ষেত্রে শব্দ প্রয়োগ শ্লীলতা- অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট হয়। চৈত্রের শেষ প্রহরে এমনিতেই তাপমাত্রার পারদ ৪০ ছুইছুই। তার উপর ভোটের তরজায় পরিবেশ যেন ১০০ ডিগ্রির কাছাকাছি। আমজনতা কেন যে রান্নার জন্য দুর্মূল্যের এলপিজি গ্যাস বা জ্বালানী কাঠের সাহায্য নিচ্ছে, সেটাই দুর্ভাবনার বিষয়! কোন নেতা দরাজ গলায় কাউকে বা পিতৃ পরিচয় ঠিক করতে বলছেন তো কেউবা আবার ডেঁপো ছোকরা বিশেষণে বিশেষিত হচ্ছেন। এখানেই শেষ নয়। কেউ হচ্ছেন মাদক পাচারকারী তো কেউবা হচ্ছেন গাঁজাখোর। আবার কেউবা চরিত্রহীন হয়ে অন্যের গুষ্ঠির ষষ্ঠী পুজো করে ছেড়ে দিচ্ছেন। আমজনতা কিন্তু ব্যক্তিগত কুৎসা চায় না। তারা চায় কাজ। তাইতো নিজের মূল্যবান ভোটটি প্রদান করে কোন ব্যক্তিকে পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত করেন রাজকার্য পরিচালনার জন্য। এহেন হবু মন্ত্রী পারিষদবর্গ যদি রুচিহীন শব্দ প্রয়োগে গ্রীষ্মের তীব্রতাকে আরও বাড়িয়ে তোলেন, তাহলে পরিবেশ সুস্থির থাকে কেমনে! সাধারণ মানুষ চায়— শব্দ প্রয়োগ হোক সুসংহত। অন্যের কুৎসা প্রচার নয়, কর্ম যজ্ঞে সামিল হওয়ার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে ভোট যজ্ঞে অবতীর্ণ হোন।

সার্থক মছলন্দপুরের শত কমল নাট্যোৎসব

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ২৯ মার্চ গোবরডাঙার শিল্পায়ন স্টুডিও থিয়েটারে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয় শত কমল মাইম সোসাইটি আয়োজিত শত কমল নাট্যোৎসব। মঙ্গলদীপ প্রোজ্জ্বলন ও শিশু

শিল্পী ঝর্ণা মণ্ডলের মনোজ্ঞ নৃত্যানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আয়োজিত উৎসবের সূচনা হয়। সভাপতি ও বিশিষ্ট সমাজকর্মী নিরঞ্জন বিশ্বাস এর পৌরোহিত্য অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলার অন্যতম সহকারি বিদ্যালয় পরিদর্শক জয়দেব দাস, বিশিষ্ট শিক্ষক অমল মণ্ডল, নাট্যব্যক্তিত্ব আশিস চট্টোপাধ্যায়, জীবন অধিকারী। সংস্থার প্রানপুরুষ কমল মণ্ডল উপস্থিত সকল বিশিষ্টজনদের স্বাগত জানান। সদস্যগণ সকলকে পুষ্প স্তবকে বরন করে নেন। উদ্যোক্তরা উপস্থিত সাংবাদিকগণকেও সংবর্ধনা জ্ঞাপন করনে। সংস্থার কর্নধার ও স্বনামধন্য প্রশিক্ষক কমল মণ্ডল স্বয়ং সংস্থার সদস্য সদস্যাগণকে স্মারক প্রদানে বরন করে নেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁদের বক্তব্যে সুস্থ সংস্কৃতির চর্চা ও প্রসারে কমল মণ্ডল ও তাঁর সংস্থার উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান। এদিনের অনুষ্ঠানের শুরুতে মছলন্দপুর ইমন মাইম সেন্ট াবে. ব. মূকাভিনেতাগনের শিক্ষামূলক মূকাভিনয় একটি গাছ ও একটি প্রান ও লড়াই, সমবেত দর্শকদের ভূয়ষী প্রশংসা লাভ করে। বিশিষ্ট নৃত্য শিল্পী সৃজা হাওলাদের পরিচালনায় মনোজ্ঞ নৃত্যের অনুষ্ঠান সমবেত দর্শকমণ্ডলীকে মুগ্ধ করে।

এরপর শতকমল মাইম সোসাইটি পরিবেশিত মূকাভিনয় এবং সংস্থার বিশিষ্ট নৃত্য শিল্পী ঝর্ণা ও সোনালীর নৃত্যের অনুষ্ঠান সকলের ভালো লাগে সবশেষে নাটকের শহর গোবরডাঙার অন্যতম নাট্যদল নাবিক নাট্যম লাগার নাটক লাঠি উপস্থিত সকলের মনোরঞ্জন করে নানা অনুষ্ঠানে ও বহু দর্শক সমাগমে শতকমল নাট্যোৎসব সার্থক হয়ে ওঠে।

সংবর্ধিত শিক্ষাব্রতী দীপক কুমার দাঁ

নীরেশ ভৌমিক ঃ গোবরডাঙার সেবা ফার্মার্স সমিতি আয়োজিত ৫২ তম সাহিত্য সভা অনুষ্ঠিত হল গত ৩০ মার্চ।

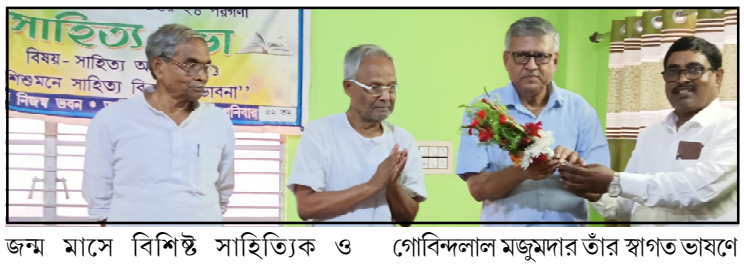

জন্ম মাসে বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও রসায়নবিদ রাজশেখর বসুর (পরশুরাম) প্রতিকৃতিতে ফুল-মাল অর্পনের মধ্য দিয়ে আয়োজিত সাহিত্যসভার সূচনা হয়। পৌরহিত্য করেন শিক্ষক ও সমাজকর্মী কালিপদ সরকার। সংগীত পরিবেশন করেন সোনালী চক্রবর্তী। কবিতা পাঠ করেন গল্পকার বিবর দত্ত। কবি ও শিক্ষক মিন্টু বাড়ৈ প্রণীত প্রথম কাব্য গ্রন্থ 'এবারে মুক্তি দাও' এদিন আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রকাশিত হয়। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত কবিগন স্বরচিত কবিতা পাঠে অংশ নেন। সমিতির সম্পাদক গোবিন্দলাল মজুমদার তাঁর স্বাগত ভাষণে সমিতির কর্মসূচী ও সেবামূলক কাজকর্মের খতিয়ান তুলে ধরেন। সেই সঙ্গে জানান, তাঁদের প্রতিষ্ঠান এবারে কেন্দ্রীয় সরকারের কোম্পানী আইনের অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। এদিন গুনীজন সংবর্ধনায় অবসর প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক এবং বিজ্ঞান ও সাহিত্যসেবি দীপক কুমার দাঁকে উদ্যোক্তারা উত্তরীয়, পুষ্পস্তবক ও স্মারক উপহারে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন।

পাঠকের চিঠি

বনগাঁ তে কী আছে দেখার মত?

বনগাঁর বাইরে কোথাও গেলেই প্রায়শই আমাদের এই প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়। তখন আমরা বলি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ি, বর্ডারে কুচকাওয়াজ দেখতে যেতে পারেন। তারপরই প্রশ্ন আসে, আর? তারপর শ্রীপল্লীর ওই ঝুলন্ত ব্রিজটা আর নীলকুঠি ছাড়া দেখা বা ঘুরতে যেতে বলার মত আর একটা জায়গা থাকে না। অন্তত বনগাঁ শহরে আর কিছুই নেই। অনেকে আমার কথার প্রতিবাদ করে বলবেন, কেন অগ্নিকন্যা পার্ক আছে, ক্লক টাওয়ার আছে দেখার মত। আচ্ছা একটা কথা ভেবে দেখুনতো, এসব কি আর কোথাও নেই?

দিনের শেষে বিকেল বেলা মাঝবয়সি কোনও ভদ্রলোক যদি ভাবেন ঘরের বাইরে বেরিয়ে কোথাও গিয়ে একটু বসবেন। নিরিবিলি কোনও জায়গা নেই। আগে থানার পার্কটা ছিল, বিকেলে অনেক মাঝবয়সি লোক আসতেন, বসতেন, একটু আড্ডা দিতেন, ইছামতীর পাড়ে একটু মনোরম হাওয়া খেতেন। অনেক তরুণেরও সমাগম ঘটত। এখন সেটাও বাচ্চাদের পার্ক করে দেওয়া হয়েছে। তার পাশে আরেকটা পার্ক, সেটাও বাচ্চাদের। এদিকে প্রায় প্রত্যেক পাড়াতেই পার্ক করে দেওয়া হয়েছে বাচ্চাদের জন্য।

প্রেমিক প্রেমিকাদের বসার মতও কোনও জায়গা নেই। তাই তারা একরকম বাধ্য হয়েই চায়ের দোকানে গিয়ে বসে দুটো কথা বলতে। অনেকে নতুনগ্রামে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে রাস্তার ধারে, হাওয়া খায়, গল্প করে। কিন্তু সেখানেও গ্যাড়াকলে পড়তে হয় তাদের। উটকো ছেলে ছোকরাদের ভীড় থাকে, অনেকে বিয়ার বা মদ্যপান, গঞ্জিকা সেবন করতে থাকে। তাই যুবক-যুবতীরা সেখানেও গিয়ে দাঁড়িয়ে দুদন্ড কথপকথন করতে পারে না।

নতুন গ্রামের কিছু চায়ের দোকানে আরেকটা জিনিস দেখে রীতিমত খুব অবাক হই, এমন এমন বাচ্চা ছেলে বা বাচ্চা মেয়েরা এসে সিগারেটে টান দিচ্ছে তা দেখার মত না। তাদের বয়স ১৮ ছুঁতে এখনও না হলেও ৫ থেকে ৬ বছর বাকি। দোকানদাররাও সকল রকম মানবিকতা, সমাজের প্রতি দায়িত্ব, সরকারি নির্দেশ ভুলে শুধুমাত্র লাভের আশায় সহজেই তাদের হাতে তুলে দিচ্ছেন ধুমপানের দ্রব্য। প্রশাসন নির্বাক, দৃষ্টিহীন।

মাঝবয়সী ভদ্রলোক বা ভদ্রমহিলা থেকে শুরু করে যুবক যুবতীদের কথা ভাবার কী প্রয়োজন নেই? ভাবার দরকার নেই এই যে কিশোর সমাজ নেশার অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে তার কথা?

গোবিন্দ বৈরাগী
প্রতাপগড়, বনগাঁ।

ডারউইনবাদ বর্তমানে পাঠ্যসূচির বাইরে

অজয় মজুমদার

গত সপ্তাহের পর

নতুন প্রজাতি সৃষ্টি সম্পর্কে ল্যামার্ক বলেন, পরবর্তী জনুর জীবের মধ্যে অর্জিত বৈশিষ্ট্যের সঞ্চারনের ফলে জীবের পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনের ফলে নতুন জীবের সৃষ্টি হয়। জীবের সচেষ্টতা তত্ত্বে বলা হয় পরিবেশের মতো করে নিজেকে গড়ে তোলবার জন্যে সর্বদা চেষ্টা করা। স্বাভাবিক ভাবেই পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়ানোর জন্য কোন কোন অঙ্গের পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ল্যামার্কের মতে জীব সজ্ঞানে নিজের চেষ্টায় বিশেষ কোনো অঙ্গের বৃদ্ধি অথবা ক্ষয় করে, অভিব্যক্তির ধারা পাল্টে দিতে পারে, যা জীবের জন্মগত বৈশিষ্ট্যের অঙ্গের ব্যবহার অব্যবহার সূত্র অনুযায়ী। ল্যামার্ক বলেন, প্রতিটি জীবের ক্ষেত্রে পরিবেশের প্রভাবে অর্থাৎ পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেয়ার স্বার্থে কোন কোন অঙ্গে বেশি মাত্রায় ব্যবহার ঘটে। আবার কতকগুলি অঙ্গের ব্যবহার কমে যায়। যদি কোন জীবের আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনে কোন নির্দিষ্ট অঙ্গ ধারাবাহিক ভাবে ক্রমাগত অধিক ব্যবহার হয়, তাহলে সেই অঙ্গটির বৃদ্ধি ঘটে, কর্ম ক্ষমতা বাড়ে। অন্যদিকে জীবের অপ্রয়োজনীয় অঙ্গের ব্যবহার থাকে না ও ধারাবাহিকভাবে অব্যবহৃত হতে থাকলে, সেই অঙ্গ এক সময়ে নিষ্ক্রিয় হয় কিংবা অবলুপ্তি ঘটে। ল্যামার্কের এই সূত্র অনুযায়ী নির্দিষ্ট এই অঙ্গের ধারাবাহিক ব্যবহার ও অপব্যবহারের ফলে জীবের আভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক গঠনের পরিবর্তন ঘটে এবং তার ফলস্বরূপ উদবংশীয় জীব থেকে নতুন গঠনের উত্তর পুরুষের উদ্ভব ঘটে।

এই মতবাদের উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে, হাঁস জলে বসবাসকারী পাখিদের পূর্বপুরুষ খাদ্য অনুসন্ধানের জন্য জলে আসে। পায়ের আঙুলগুলির গোড়ায় চর্মের ক্রম প্রসারণের চেষ্টা করে। এই ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে লিপ্ত পথ সৃষ্টি হয়। অপরপক্ষে সাপের পূর্বপুরুষ ছিল গিরগিটির ন্যায় চতুষ্পদী প্রাণী। গর্ত বাসী অভিযোজনের জন্য বা পরিবেশের জন্য পদগুলি ক্রমাগত অব্যবহার হওয়ায় সাপের ক্ষেত্রে অগ্রপপ ও পশ্চাদ পাদ বিলুপ্ত হয়েছে।

অর্জিত বৈশিষ্ট্যের উত্তরাধিকার (Law of inheritance of Acquired character) কোন জীব তার জীবন কালে পরিবেশের প্রভাবে যে সকল বৈশিষ্ট্য অর্জন করে তা পরবর্তী জনুতে সঞ্চারিত হয় বা এক কথায় অর্জিত বৈশিষ্ট্যের বংশানুসরণ ঘটে। এই ভাবে প্রতি জনুতে অর্জিত সামান্য মাত্রায় পরিবর্তন পরবর্তী জনুতে জমা হতে হতে এক সময়ে বড় পরিবর্তন দেখা দেয়। আর এইভাবেই জীবের বিবর্তন বা অভিব্যক্তি ঘটে। এই মতবাদের উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, জিরাফের আদিম পূর্বপুরুষের গ্রীবা খর্ব ছিল। তারা গাছের ডালপালা খাওয়ার জন্য গ্রীবা প্রসারণের চেষ্টা করত। উঁচু ডালের পাতা নাগাল পাওয়ার উদ্দেশ্যে উদবংশীয় জিরাফের আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনে গ্রীবা বা অগ্রপদ দুটি ক্রমশ দীর্ঘতর হয়। গ্রীবার ক্রম প্রসারণের ফলে অর্জিত দীর্ঘতর গ্রীবা বৈশিষ্টের বংশানুসরণের মাধ্যমে খর্ব-গ্রীবা যুক্ত উদবংশীয় থেকে দীর্ঘ গ্রীবা বিশিষ্ট জিরাফের আবির্ভাব হয়েছে।

১৮০৯ সালে ইংল্যান্ডের সারসবেরি শহরে ডারউইনের জন্ম। ১৮৩১ সালে প্রকৃতি বিদ হিসাবে এইচ এম এস বিগেল জাহাজে পাঁচ বছর ধরে আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের বিভিন্ন দ্বীপে ভ্রমণ করেন। বিভিন্ন দ্বীপের উদ্ভিদ ও প্রাণীর ওপর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ১৮৫৮ সালে "অরিজিন অফ স্পিসিস বাই মিন্স অফ ন্যাচারাল সিলেকশন" (প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে প্রজাতির উদ্ভব)নামক অবিস্মরণীয় বইটি প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে পরীক্ষা-নিরীক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত তাঁর মতবাদ প্রকাশ করেন। বিজ্ঞানী আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস ডারউইন মতবাদের একজন সমর্থক ছিলেন। তিনিও স্বাধীনভাবে গবেষণা করে ডারউইনের মত প্রায় একই সিদ্ধান্তে উপনীত হন। ওয়ালেস এবং ডারউইনের মতবাদ একত্রে ডারউইন-ওয়ালেস মতবাদ নামেও পরিচিত। ডারউইন মতবাদটি প্রধানত প্রাকৃতিক নির্বাচনের উপর প্রতিষ্ঠিত হলেও এর বিভিন্ন প্রতিপাদ্য বিষয় আলোচনা করা দরকার।

নবম ও দশম শ্রেণীর পাঠ্যসূচিতে এই অংশটি পড়ানো হয়। অত্যাধিক হারে বংশবৃদ্ধি- বংশবিস্তার করা জীবের সহজাত প্রবৃত্তি।

সমাপ্ত...

সন্ধ্যা কুমুদের বসন্ত উৎসবে নানা অনুষ্ঠান

নীরেশ ভৌমিক ঃ ঠাকুরনগরের অন্যতম সংগীত শিক্ষার প্রতিষ্ঠান সন্ধ্যা কুমুদ কালচারাল একাডেমী দোলযাত্রার দিন সাড়ম্বরে বসন্ত উৎসবের আয়োজন করে। এদিন সকালে প্রতিষ্ঠানের সকল সদস্য সদস্যাগণ বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী ঝর্ণা মণ্ডলের বাড়িতে সমবেত হন। একাডেমীর প্রাণপুরুষ বিশিষ্ট তবলা বাদক ও সংগীতজ্ঞ পার্থ ঘোষের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠাগণ নানা রঙের আবিরে একে অপরকে রাঙিয়ে দেয়। এরপর সদস্যগণ একাডেমির নিজস্ব আঙিনা থেকে সারিবদ্ধ ভাবে বেরিয়ে এক শোভাযাত্রায় অংশ নেন।

নকসায় সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত নান্দনিক উৎসব ২০২৪

নীরেশ ভৌমিক ঃ নাটকের শহর গোবরডাঙার অন্যতম নাট্যদল নক্সা পরিচালিত সংস্কৃতি কেন্দ্রে গত ২৯ মার্চ সন্ধ্যায় মঙ্গলদীপ প্রজ্জ্বালনের মধ্য দিয়ে মহা সমারোহে শুরু হয় হাবড়ার অন্যতম নাট্যদল নান্দনিক আয়োজিত ২০২৩-২৪ বর্ষের নান্দনিক উৎসব। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন প্রবীণ নাট্যাভিনেতা পরিতোষ ঘোষ, বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব ও গোবরডাঙা নাবিক নাট্যমের নাট্যগুরু জীবন অধিকারী, সুশান্ত মজুমদার, আশিস দাস, মুকুল বসু, প্রেমেশ্বর বাড়ই প্রমুখ। সংস্থার প্রাণপুরুষ দেবব্রত দাস সকলকে স্বাগত জানান। সংস্থার সদস্যগণ সকল বিশিষ্টজনদের

পুষ্প স্তবক, উত্তরীয় ও স্মারক উপহারে বরন করে নেন। বর্ষিয়ান অভিনেতা পরিতোষ ঘোষকে উদ্যোক্তারা নান্দনিক সম্মান ২০২৩-২৪ প্রদান করে বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাদের বক্তব্যে সংস্থার কর্নধার স্বনামধন্য নাট্যব্যক্তিত্ব দেবব্রত দাসের পরিচালনায় নাট্যচর্চা ও প্রসারে হাবড়া নান্দনিক এর দীর্ঘ পথচলাকে সাধুবাদ জানান। সংস্থার অন্যতম সদস্য ও নাট্যাভিনেতা তিমির বিশ্বাসের সুচারু পরিচালনায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বেশ প্রানবন্ত হয়ে ওঠে।

ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের অর্থানুকুল্যে তিন দিন ব্যাপী আয়োজিত নাট্যোৎসবে মোট ৬ খানি নাটক মঞ্চস্থ হয়। ছিল ঠাকুরনগর থিয়েট্রিক্স এর নির্দেশক জগদীশ ঘরামীর মূকাভিনয়। আয়োজক সংস্থার পরিচালক দেবব্রত দাসের সম্পাদনা ও নির্দেশনায় নান্দনিকের সাম্প্রতিক প্রযোজনা আবু হোসেন এবং গোবরডাঙা মৃদঙ্গম পরিবেশিত বরুন কর নির্দেশিত মঞ্চ সফল নাটক ' এ পলিটিক্যাল ড্রিম' সমবেত দর্শক মণ্ডলীর উচ্চসিত প্রশংসা লাভ করে। শেষ দিনে গোবরডাঙার কথা প্রসঙ্গ প্রয়োজিত বিকাশ বিশ্বাস পরিচালিত সকলের ভালো লাগার নাটক নাচে গানে বাজনায় জমজমাট মহুয়া সুন্দরী পালা ছোট বড় সকল দর্শকের মনের মনিকোঠায় স্থান করে নেয়। ৩১ মার্চ উৎসবের শেষ দিনে ছিল নাটকের সেমিনার নান্দনিক আয়োজিত 'বাংলা নাটকের অতীত ও বর্তমান' শীর্ষক নাট্য আলোচনায় অংশ নেন নাট্য ব্যক্তিত্ব আর্শীষ দাস ও আশীষ চট্টোপাধ্যায়। সব কিছু মিলিয়ে এবারের নান্দনিক নাট্যোৎসব এলেকায় বেশ সাড়া ফেলে।

গাজনা ছায়াবীথির উদ্যোগে স্বেচ্ছা রক্তদান ও স্বাস্থ্য শিবির

নীরেশ ভৌমিক ঃ বিগত বৎসরগুলির মতো এবারও স্বেচ্ছা রক্তদান ও স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করে গাইঘাটার তেঘরিয়া গাজনার ছায়াবীথি ফাউন্ডেশন। গত ৩১ মার্চ সকালে প্রতিষ্ঠান আয়োজিত কর্মসূচীর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ছিলেন স্থানীয় সুটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান পম্পা পাল, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যা টুকু চক্রবর্তী, বর্ষিয়ান শিক্ষক ও সমাজসেবি কালিপদ সরকার। সমাজকর্মী চন্দ্র শেখর মণ্ডল, সঞ্জয় চক্রবর্তী, শিক্ষাবন্ধু মিলন কান্তি সাহা প্রমুখ। অন্যতম সংগঠক অর্ঘ্য সাহা সকলকে স্বাগত জানান।

সদস্যগণ সকলকে পুষ্প স্তবকে বরণ করে নেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁদের প্রমুখ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ শিবিরে আগত রোগীদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন ও প্রয়োজনীয় পরমর্শ দেন, স্বাস্থ্য শিবিরে এছাড়াও ছিল ইসিজি, ব্লাড সুগার ইত্যাদি পরীক্ষার ব্যবস্থা।

অপরাহ্নে ছায়াবীথি ফাউন্ডেশন ও মছলন্দপুর বিজ্ঞান চেতনা মঞ্চের যৌথ উদ্যোগে মরনোত্তর চক্ষু ও দেহদান সম্পর্কে সাধারন মানুষজনকে সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত মানুষজন চিকিৎসাশাস্ত্রের ও মানুষের প্রয়োজনে মৃত্যুর পর অঙ্গ ও চক্ষু দানে উদ্বুদ্ধ হন। উপস্থিত ২৫ জন ব্যক্তি মৃত্যুর পর চোখের কর্নিয়া এবং ৮ জন অঙ্গদানের অঙ্গীকার পত্রে স্বাক্ষর করেন।

বক্তব্যে ছায়াবীথি ফাউন্ডেশনের এই মহতী উদ্যোগকে স্বাগত জানান। আয়োজিত রক্ত দান শিবিরে বনগ্রাম মহকুমা হাসপাতাল ব্লাড ব্যাঙ্কের চিকিৎসক ও কর্মীগণ মোট ৫৬ জন রক্তদাতার রক্ত সংগ্রহ করেন। স্বাস্থ্য শিবিরে ডাঃ এন সি কর, দেবাশিস মণ্ডল ফাউন্ডেশনের অন্যতম কর্নধার ও বিশিষ্ট শিক্ষক অর্ঘ্য বাবু জানান, সুস্থ্য মন ও সুস্থ্য শরীর এবং সেই সঙ্গে কুসংস্কারমুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষ্যেই তাঁদের সংগঠন কাজ করে চলেছেন। এলেকার মানুষজন ছায়াবীথি ফাউন্ডেশনের এই মহতী উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান।

প্রয়াত রতন হালদার

প্রতিনিধি ঃ ৪ এপ্রিল দুপুরে কোলকাতার আরজিকর হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন কবি ও ল'ক্লার্ক রতন হালদার। তিনি বনগাঁ আদালতে হিসাবে কাজ করতেন। প্রতিষ্ঠিত আমিন হিসাবেও তাঁর পরিচিতি ছিল যথেষ্ঠ। জীবদ্দশায় তিনি শতাধিক কবিতা লিখেছেন। এছাড়াও তিনি বনগাঁ ল'ইয়ার্স ক্লার্কস্ ফোরামের পরিচালিত 'ল'ক্লার্কসের আঙিনায়' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। এদিন সন্ধ্যায় তাঁর মরদেহ জয়পুরস্থিত বাসভবনে নিয়ে আসা হয়, সেখানে পরিবারের লোকজনের সঙ্গে সহমর্মিতা জানাতে হাজির হন ল'ইয়ার্স ক্লার্কস্ ফোরামের সদস্যবৃন্দ।

কতবার প্রচার শুরু করবেন স্বপন

প্রথমপাতার পর...

কয়েকদিন প্রচার করে তিনি বুঝতে পেরেছেন। মানুষ তাকে প্রত্যাখ্যান করছে। এমনকি বিজেপির লোক জন তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। সোশ্যাল মিডিয়া থেকে শুরু করে নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ হয়েছে। ফলে তিনি কবে প্রচার শুরু করেছেন তা ভুলে গিয়েছেন। তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেন, 'এই পরিস্থিতিতে মানুষের মাথা কাজ না করাটাই স্বাভাবিক।

স্বপন বাবু এদিন দাবি করেছেন, 'বারাসাত লোকসভা কেন্দ্রে তার লড়াইটা অনেক সহজ। কারণ তিনি যেখানেই গিয়েছেন, মানুষের কাছ থেকে বিদায়ী সাংসদ তৃণমূলের কাকলি ঘোষ দস্তিদার সম্পর্কে ভুরি ভুরি অভিযোগ পাচ্ছেন।' স্বপন বাবু বলেন, আমি হয়তো সময় কম পাব। তার মধ্যেও সময় বার করে শান্তনু ঠাকুরের হয়ে বনগাঁ দক্ষিণ কেন্দ্রের প্রচার করব।

শান্তনু ঠাকুর বলেন, 'বারাসাত তো বটেই, দল আমাকে যেখানে প্রচারে পাঠাবে আমি সেখানেই যাব। ইতিমধ্যে রাজস্থানে প্রচার করে এসেছি। আগামী দিনে আন্দামানেও যেতে হবে। কাকলি দেবীর হারের প্রসঙ্গে তৃণমূল নেতৃত্ব জানিয়েছেন, যার বিরুদ্ধে মাদক আইনে অভিযোগ আছে, তাকে বারাসাতের শিক্ষিত মানুষ প্রথমেই প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছেন। ফলে স্বপনের কথার কোন মূল্য নেই।

আকাঙ্খার জাতীয় নাট্যমেলা অনুষ্ঠিত

নীরেশ ভৌমিক ঃ ৩১ মার্চ ২০২৪ মহা সমারোহে অনুষ্ঠিত হয় গোবরডাঙার আকাঙ্খা নাট্য সংস্থা আয়োজিত জাতীয় নাট্য মেলা ২০২৩-২৪। এদিন অপরাহ্নে পৌর টাউন হলে প্রদীপ প্রোজ্জলন ও উদ্বোধনী নৃত্যের মধ্য দিয়ে আয়োজিত উৎসবের সূচনা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন ভারত সরকারের পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রের অধিকর্তা আশিস গিরি, বিশিষ্ট রূপসজ্জা শিল্পী অনুপ ঘোষ, বর্ষিয়ান চলচ্চিত্র অভিনেতা প্রদীপ ভট্টাচার্য, বিশিষ্ট নাট্যাভিনেতা মুরারী মুখোপাধ্যায়, বর্ষিয়ান শিক্ষক ও সাংবাদিক পবিত্র কুমার মুখোপাধ্যায়, বিশিষ্ট কবি সমাজকর্মী রীনা গিরি, সংস্কৃতি প্রেমী বনলানী বসু, সংস্থার কর্নধার দীপাঙ্ক দেবনাথ সকলকে অভিনন্দন জানান। বিশিষ্টজনদের পুষ্প স্তবক ও স্মারক উপহারে বরণ করে নেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁদের বক্তব্যে সুস্থ্য সংস্কৃতির চর্চা ও প্রসারে আকাঙ্খা নাট্য সংস্থার উদ্যোগকে স্বাগত জানান। উদ্যোক্তরা এদিন উৎসব উপলক্ষ্যে স্কুল পড়ুয়াদের মধ্যে অনুষ্ঠিত প্রবন্ধ নৃত্য প্রতিযোগিতায় সফলদের হাতে পুরস্কার তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। এদিনের আয়োজিত অনুষ্ঠানের শুরুতে মঞ্চস্থ হয় স্থানীয় খাঁটুরা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের পড়ুয়াগণ পরিবেশিত শিক্ষামূলক ও পুরস্কার প্রাপ্ত নাটিকা পার্সোনাল সেফটিং, দ্বিতীয় নাটক চাঁদপাড়া অ্যাক্টো নাট্য সংস্থা প্রযোজিত দর্শক প্রশংসিত নাটক ছাঁতভাঙার গান। তৃতীয় নাটক আয়োজক সংস্থা আকাঙ্খার মঞ্চ সফল নাটক 'স্পোর্টস্ম্যান' এদিকে শেষ অনুষ্ঠান ওপার বাংলার নাটক আমি তোমারি।

ব্যবসায়ির বাড়িতে ইডির হানা

প্রথমপাতার পর...

তার আরো বাড়ি রয়েছে। অনেকদিন হলো বাড়িতে আসেনি। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে ,বাবলুর ধরমকাঁটা, আমদানি রপ্তানির ব্যবসা রয়েছে। বনগাঁ শহরের পেয়াদা পাড়া এলাকায় কয়েক কোটি টাকা খরচ করে বাড়ি তৈরি করেছেন ওই ব্যবসায়ী। শঙ্কর আঢ্যর ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী বলে পরিচিত।

অনুষ্ঠিত হল বর্ণমালা উৎসব

প্রতিনিধি ঃ সম্প্রতি ঠাকুরনগর বর্ণমালা'র আয়োজনে তিনদিনব্যাপী গোবরডাঙা শিল্পায়ন স্টুডিও থিয়েটারে অনুষ্ঠিত হল 'বর্ণমালা উৎসব - ২০২৪'। উদ্বোধন করেন ভারত সরকারের জাহাজ ও বন্দর প্রতিমন্ত্রী শ্রী শান্তনু ঠাকুর। উপস্থিত ছিলেন নাট্য পরিচালক জীবন অধিকারী, ইন্দ্রনীল ঘোষ এবং কাকলী কোলে। নাট্যপ্রেমী

সকল অতিথিদের বর্ণমালা স্মারক সম্মাননা প্রদান করা হয়। বর্ণমালা'র নৃত্যগুরু তন্ময় প্রসাদ এবং পূজা বিশ্বাসের পরিচালনায় 'নৃত্যে তোমার মুক্তির রূপ' শীর্ষক নৃত্যানুষ্ঠানে বর্ণমালা'র শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহন করে।

সাংস্কৃতিক চর্চার বিশেষ কৃতিত্বের জন্য; তন্ময় প্রসাদ, পূজা বিশ্বাস এবং প্রিয়াংকা রায়কে বর্ণমালা স্মারক সন্মাননা দেওয়া হয়। নাট্যকার ইন্দ্রনীল ঘোষ পরিচালিত 'ছুটি' নাটকটি দর্শক হৃদয়কে আন্দোলিত করে।রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্প অবলম্বনে নাটকটি বর্তমান সময়ে বড়োই প্রাসঙ্গিক। ডালিয়া রায়ের নাট্যরূপ এবং বাপন দে'র আবহ সংগীত বিশেষভাবে মন ছুঁয়ে যায়।নাটকে অভিনয় করেন শ্যামনীল, পূজা, জয়দীপ, প্রিয়াংকা দীপিকা,সুকৃত প্রমুখ। গোবরডাঙা শিল্পায়ন স্টুডিও থিয়েটারের পরিবেশনায় আশীষ চট্টোপাধ্যায়ের নাটক 'তারা প্রসন্নের কীর্তি' এবং সন্তোষপুর মনন পরিবেশিত কাকলি কোলের নাটক নো টেনশন দর্শকমহলে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে। উৎসবের দ্বিতীয় দিনে গোবরডাঙা নাবিক নাট্যমের পরিবেশনায় জীবন অধিকারীর নাটক দর্পন সফলভাবে মঞ্চস্থ হয়েছে।উৎসবের শেষ দিনে স্কুলের শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিদ্যালয়ে নাট্য চর্চার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়।নাট্যকার আশীষ চট্টোপাধ্যায়, জীবন অধিকারী এবং ইন্দ্রনীল ঘোষ আলোচনায় অংশগ্রহন করেন। শেষ সন্ধ্যায় দত্তপুকুর দৃষ্টি পরিবেশিত জাঁতা বুড়ির কুয়ো নাটকটিতে উপস্থিত দর্শক নাটকীয় আবেশ অনুভব করেন। ভাস্কর মুখার্জি বর্তমান সময়ের আলোচিত নাট্য পরিচালক।এই নাটকটিতে তাঁর সুদক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার সাথে বর্ণমালার পরিবেশ ভাবনা বিষয়টি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। দূষণমুক্ত পরিবেশ গড়ে তুলতে সকল নাট্য কর্মীর হাতে চারা গাছ তুলে দেওয়া হয়। শান্তনু ঠাকুর বর্ণমালার কর্মকান্ডের ভূয়সী প্রশংসা করে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বর্ণমালা তথা ঠাকুরনগরে সংস্কৃতির চর্চার জন্য অডিটোরিয়াম হল নির্মান করবেন।

নিজ কারখানায় প্রস্তুত ৩০ বৎসরের ওয়ারেন্টি যুক্ত কাঠের ফার্ণিচারের জন্য Mob. : 9733087626 মোনালিসা ফার্ণিচার

চাঁদপাড়া বাণী বিদ্যাবীথি প্রাথমিকের বার্ষিক অনুষ্ঠান

নীরেশ ভৌমিক ঃ বিগত বৎসরগুলির মতো এবারও মহা সমারোহে অনুষ্ঠিত হয় চাঁদপাড়া বাণী বিদ্যাবীথি স্কুলের প্রাথমিক বিভাগ আয়োজিত বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সম্প্রতি বিদ্যালয়ের সোনারতরী মঞ্চে মঙ্গলদীপ প্রোজ্জ্বলন ও শিক্ষার্থীদের উদ্বোধনী নৃত্যের মধ্য দিয়ে আয়োজিত বার্ষিক উৎসবের সূচনা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক ও সাংবাদিক সরোজ কান্তি চক্রবর্তী। শিক্ষিকা মিনতী রায়, নাট্যব্যক্তিত্ব সুভাষ চক্রবর্তী, শিক্ষক দেবাশিস রায়, সংস্কৃতিপ্রেমী অশোক সাহা, শুকদেব সাহা প্রমুখ। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দিলীপ ভট্টাচার্য সকলকে স্বাগত জানান। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁদের মধ্যে সুস্থ্য সংস্কৃতির চর্চার এই মহতী উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান। ছাত্র ছাত্রীরা এদিনের অনুষ্ঠানে সংগীত, নৃত্য, আবৃত্তি ও মূকাভিনয় পরিবেশন করে। শিক্ষক সন্তু চক্রবর্তীর পরিচালনায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রতির উপর শিক্ষার্থীদের নির্বাক অভিনয় ও নৃত্যনাট্য গোপাল ভাঁড় সমবেত দর্শক ও শ্রোতৃমণ্ডলীর মনোরঞ্জন করে। শিক্ষিকা অরুন্ধতী চ্যাটার্জীর নির্দেশনায় নৃত্য নাট্য আলিবাবা এবং নবাগতা শিক্ষিকা রাজম্মিতা শূরের পরিচালনায় পড়য়াদের নৃত্যনুষ্ঠান দর্শকদের প্রশংসা লাভ করে।

থিয়েট্রিক্সের বঙ্গ রঙ্গ উৎসবে নানা অনুষ্ঠান

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ২৬ মার্চ গোবরডাঙার অন্যতম নাট্যদল নকসা পরিচালিত সংস্কৃতি কেন্দ্রে শুরু হয় ঠাকুরনগর থিয়েট্রিক্স আয়োজিত দুদিন ব্যাপী রঙ্গ রঙ্গ মূকাভিনয় ও নাট্যোৎসব ২০২৪। মঙ্গলদীপ প্রোজ্জ্বলন করে আয়োজিত উৎসবের উদ্বোধন করে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক বিভাগের প্রধান ড. তরুণ প্রধান, ছিলেন বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব নক্সার কর্নধার আশিস দাস, নাট্যব্যক্তিত্ব সুতপেশ চক্রবর্তী, নাট্য পরিচালক জীবন অধিকারী ও দিলীপ ঘোষ প্রমুখ।

থিয়েট্রিক্স এর কর্নধার জগদীশ ঘরামী সকলকে স্বাগত জানান, সংস্থার সদস্যাগণ সকলকে পুষ্পস্তবক উত্তরীয় ও স্মারক উপহারে বরণ করে নেন। বিশিষ্টজনেরা তাঁদের বক্তব্যে মাইম ও নাটকের চর্চা ও প্রসারে ঠাকুরনগর থিয়েট্রিক্সের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান। এদিন শ্রী ঘরামী তাঁর প্রয়াত পিতাকে স্মরণ করেন ও শ্রদ্ধা জানান এবং জন্মদাত্রী মাকেও পুষ্পস্তবকে সম্মান জানান। দুদিন ব্যাপী উৎসবের শুরুতে এদিন ঠাকুরনগর মাইম একাডেমী অফ কালচারের মূকাভিনেতাগণ পরিবেশন করেন মূকাভিনয় বেঁচে থাকে ওরা। গোবরডাঙার নাবিক নাট্যম মঞ্চস্থ করে তাঁদের মঞ্চসফল নতুন নাটক দর্পন এবং গোবরডাঙা নকসা নাট্যদল মঞ্চস্থ করে দর্শক প্রশংসিত নাটক গুলো।

দ্বিতীয় দিন অপরাহ্নে নাটকের সেমিনার এবং সন্ধ্যায় গানের অনুষ্ঠান শেষে মছলন্দপুর ইমন মাইম সেন্টার পরিবেশিত নাটক ম্যাও সমবেত দর্শক ও শ্রোতৃমন্ডলীর উচ্চসিত প্রশংসা লাভ করে।

সবশেষে পরিবেশিত হয় গোবরডাঙা চিত্তপট প্রযোজিত সকলের ভালো লাগার নাটক ষোল পাতা। দর্শক সাধারনের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে ৬ষ্ঠ বর্ষের থিয়েট্রিক্স উৎসব সার্থক হয়ে ওঠে।

বিনয় সদনে অনুষ্ঠিত পরশ সাংস্কৃতিক উৎসব

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ৩০ ও ৩১ মার্চ ঠাকুরনগরে বিনয় সদর অঙ্গনে মহা সমারোহে অনুষ্ঠিত হয় ঠাকুরনগর পরশ সোস্যাল এন্ড কালচারাল অর্গানাইজেশন আয়োজিত পরশ সাংস্কৃতিক উৎসব ২০২৪। ৩০ মার্চ সন্ধ্যায় মঙ্গলদীপ প্রোজ্জ্বলন ও সংগীত এবং নৃত্যের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দুদিন ব্যাপী আয়োজিত উৎসবের সূচনা হয়।

ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের আর্থিক সহায়তায় উৎসবের উদ্বোধনে আয়োজক সংস্থার কর্নধার শাশ্বত বিশ্বাসের নির্দেশনায় পরিবেশিত হয় মূকাভিনয়। অনুষ্ঠানটি সমবেত দর্শক সাধারনের উচ্চসিত প্রশংসা লাভ করে। এদিন প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী ও প্রশিক্ষক কৃষ্ণ বনিকের নির্দেশনায় ঠাকুরনগর কলাভূষন'র নৃত্য শিল্পীদের দর্শনীয় নৃত্যানুষ্ঠান সমবেত দর্শকদের মুগ্ধ করে। সবশেষে পরিবেশিত হয় বাগনা আলো নাট্য সংস্থার নাটক বাবু সেন ও ঠাকুরনগর অনুরঞ্জন প্রয়োজিত মঞ্চসফল নাটক 'শেষ সপ্তক'। দ্বিতীয় দিন শুরুতে বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী বাণী কুন্ডুর সংগীতানুষ্ঠান ও প্রখ্যাত মূকাভিনেতা মুকুল দেবের নির্দেশনায় কলকাতা মূক একাডেমীর কুশীলবগন পরিবেশিত মুকাভিনয় সমবেত দর্শক মণ্ডলীর মনোরঞ্জন করে। বসিরহাটের প্রখ্যাত মূকাভিনেতা রঞ্জিত অধিকারীর মনোজ্ঞ মূকাভিনয় এবং সবশেষে গোবরডাঙা মৃদঙ্গম নাট্য দল প্রযোজিত সৌমিতা দত্ত বনিক নির্দেশিত দর্শক প্রশংসিত নাটক 'আমি নটী' সমবেত দর্শক ও শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করে। পরশ সাংস্কৃতিক সংস্থার পরিচালনায় অনুষ্ঠিত তিন দিনের কর্মশালায় অংশ গ্রহনকারী প্রশিক্ষনার্থীগণের হাতে উৎসব মঞ্চ থেকে শংসাপত্র প্রদান করা হয়। শেষ দিনে অনুষ্ঠিত নাট্য সেমিনারে আলোচনায় অংশ নেন বিশিষ্ট মূকাভিনেতা মুকুলদেব, রঞ্জিত অধিকারী ও কোচবিহার ছায়ানীড় সংস্থার পরিচালক ও বিশিষ্ট মূকাভিনেতা স্বাগত পাল। নানা অনুষ্ঠানে ও বহু দর্শক সমাগমে পরশ সাংস্কৃতিক উৎসব ২০২৪ সার্থকতা লাভ করে।

পরিযায়ি শ্রমিকের কফিনবন্দি দেহ

প্রথমপাতার পর...

বড় ছেলে প্রথম বর্ষের ছাত্র ও ছোট ছেলে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। ছেলেদের লেখাপড়া ও সংসারের অভাব দূর করতে মালয়েশিয়ায় পাড়ি দিয়েছিল কৃষ্ণপদ।

প্রায় দেড় মাসের মধ্যে ঘটে গেল দুর্ঘটনা। ভাই অসিত হালদার বলেন, ২২ তারিখ সকালে বাড়িতে ফোন আসে, কাজ করার সময় হঠাৎই কৃষ্ণপদ অসুস্থ হয়ে পড়ে। তার সহকর্মীরা হসপিটালে ভর্তি করলেও শেষ রক্ষা হয়নি। মৃতের স্ত্রীর সাধনা হালদার বলেন, 'বাজারে দেনা ছিল। এখানে তেমন কাজ নেই, তাই স্বপ্ন ছিল বিদেশে গিয়ে টাকা রোজগার করে দুই ছেলের পড়াশুনো করানো। কিভাবে দুই সন্তানের লেখা পড়া হবে তা বুঝে পাচ্ছেন না মহিলা। প্রশাসনের কাছে সহযোগিতার অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি। ট্যাংরা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান স্বরূপ বিশ্বাস তিনি পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন। স্থানীয়দের বক্তব্য, গ্রাম অঞ্চলে কাজ নেই। কাজ মিললেও তা অনিয়মিত। বাধ্য হয়ে বেশি টাকা রোজগারের জন্য ভিন রাজ্যে অথবা ভিনদেশে যেতে হয়। এদিন সকালে মালয়েশিয়া থেকে কৃষ্ণপদর কফিন বন্দি দেহ বাড়িতে পৌঁছাতেই কান্নায় ভেঙে পড়েছে গোটা গ্রাম।

সম্পর্ক গড়ে

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স

হলমার্ক গহনা ও গ্রহরত্ন

HALL MARK

১। আমাদের এখানে রয়েছে হাল্কা, ভারী আধুনিক ডিজাইনের গহনার বিপুল সম্ভার।
২। আমাদের মজুরী সবার থেকে কম। আপনি আপনার স্বপ্নের সাধের গহনা ক্রয় করতে পারবেন সামান্য মজুরীর বিনিময়ে।
৩। আমাদের নিজস্ব জুয়েলারী কারখানায় সুদক্ষ কারিগর দ্বারা অত্যাধুনিক ডিজাইনের গহনা প্রস্তুত ও সরবরাহ করা হয়।
৪। পুরানো সোনার পরিবর্তে হলমার্ক যুক্ত গহনা ক্রয়ের সুব্যবস্থা আছে।
৫। আমাদের এখানে পুরাতন সোনা ক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। আধার কার্ড ও ব্যাঙ্ক ডিটেলস নিয়ে শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন।
৬। আমাদের শোরুমে সব ধরণের আসল গ্রহরত্ন বিক্রয় করা হয় এবং জিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইন্ডিয়া দ্বারা টেস্টিং কার্ড গ্রহরত্নের সঙ্গে সরবরাহ করা হয় এবং ব্যবহার করার পর ফেরত মূল্য পাওয়া যায়। হোলসেলেরও ব্যবস্থা আছে।
৭। সর্বধর্মের মানুষের জন্য নিউ পি সি জুয়েলার্স নিয়ে আসছে ২৫০০ টাকার মধ্যে সোনার জুয়েলারী ও ২০০ টাকার মধ্যে রূপার জুয়েলারী, যা দিয়ে আপনি আপনার আপনজনকে খুশি করতে পারবেন।
৮। প্রতিটি কেনাকাটার ওপর থাকছে নিউ পি সি অপটিক্যাল গিফ্ট ভাউচার।
৯। কলকাতার দরে সব ধরনের সোনার ও রূপার জুয়েলারী হোলসেল বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে।
১০। সোনার গহনা মানেই নিউ পি সি জুয়েলার্স।
১১। আমাদের এখানে বসছেন স্বনামধন্য জ্যোতিষী ওম প্রকাশ শর্মা, সপ্তাহে একদিন— বৃহস্পতিবার।
১২। নিউ পি সি জুয়েলার্স ফ্রান্সচাইজি নিতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন। আমরা এক মাসের মধ্যে আপনার শোরুম শুরু করার সব রকম কাজ করে দেবো। যাদের জুয়েলারী সম্পর্কে অভিজ্ঞতা নেই, তারাও যোগাযোগ করুন। আমরা সবরকম সাহায্য করবো। শোরুমের জায়গার বিবরণ সহ আগ্রহীরা বর্তমানে কী কাজের সঙ্গে যুক্ত এবং আইটি ফাইলের তথ্যাদি নিয়ে যোগাযোগ করুন।
১৩। জুয়েলারী সংক্রান্ত ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পুরুষ সেলসম্যান চাকুরীর জন্য Biodata ও সমস্ত প্রমাণপত্র সহ যোগাযোগ করুন দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে।
১৪। সিকিউরিটি সংক্রান্ত চাকুরীর জন্য পুরুষ ও মহিলা উভয়ে যোগাযোগ করুন। বন্দুক সহ ও খালি হাতে। সময় দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে।
১৫। অভিজ্ঞ কারিগররা কাজের জন্য যোগাযোগ করুন।
১৬। Employee ও কারিগরদের জন্য ESI ও PF এর ব্যবস্থা আছে।
১৭। অভিজ্ঞ জ্যোতিষিরা ডিগ্রী ও সমস্ত ধরণের Documents সহ যোগাযোগ করুন।
১৮। দেওয়াল লিখন ও হোর্ডিংয়ের জন্য আমাদের শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন।
১৯। আমাদের সমস্ত শোরুম প্রতিদিন খোলা।
২০। Website : www.newpcjewellers.com
২১। e-mail : npcjewellers@gmail.com

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
বাটার মোড়, বনগাঁ
(বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ
বাটার মোড়, বনগাঁ
(কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি
মতিগঞ্জ, হাটখোলা,
বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা

এন পি.সি. অপটিক্যাল

১। বনগাঁতে নিয়ে এলো আধুনিক এবং উন্নত মানের সকল প্রকার চশমার ফ্রেম ও সমস্ত রকমের আধুনিক এবং উন্নত মানের পাওয়ার গ্লাসের বিপুল সম্ভার।
২। সমস্ত রকম কন্টাক্ট লেন্স-এর সুব্যবস্থা আছে।
৩। আধুনিক লেন্সোমিটার দ্বারা চশমার পাওয়ার চেকিং এবং প্রদানের সুব্যবস্থা আছে। এছাড়াও আমাদের চশমার ওপর লাইফটাইম ফ্রি সার্ভিসিং দেওয়া হয়।
৪। **চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বাবুদের চেম্বার করার জন্য সমস্ত রকমের ব্যবস্থা আছে। যোগাযোগ করতে পারেন 8967028106 নম্বরে।**
৫। আমাদের এখানে চশমার ফ্রেম এবং সমস্ত রকমের পাওয়ার গ্লাস হোলসেল এর সুব্যবস্থা আছে।

বাটার মোড়, (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে), বনগাঁ

নিজ কারখানায় প্রস্তুত ১২ বৎসরের ওয়ারেন্টি যুক্ত স্টীল ফার্ণিচারের জন্য যোগাযোগ করুন— Mob. : 9733087626

টাইগার স্টীল ফার্ণিচার

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9134228513 / 9647791986 / 8972800084**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**